রৌমারী সীমান্তে বিকালে স্থিতাবস্থা, রাতে আবার গুলী

❑ আরও ১২ জন নিহত ❑ উভয় পক্ষের সাদা পতাকা উত্তোলন ❑ পরিস্থিতি থমথমে ❑ উত্তেজনা প্রশমনের চেষ্টা

মোড়ল নজরুল ইসলাম ॥ কুড়িগ্রামের রৌমারী সীমান্তে বিডিআর-বিএসএফ সদস্যদের মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষের একদিন পর গতকাল বৃহস্পতিবার বিকাল ৩টা হইতে গুলীবিনিময় বন্ধ হওয়ার সিদ্ধান্ত হইলেও বিএসএফ রৌমারী সীমান্তে মর্টারসহ ভারী অস্ত্রের গুলীবর্ষণ করিতেছে। উভয় গ্রুপের সদস্যগণ সাদা পতাকা উত্তোলন করিয়া শান্তি স্থাপনের উদ্যোগ নিলেও তাহা কার্যকর হয় নাই। জানা যায়, বিডিআর সদস্যদের শান্তি স্থাপনের আহবানের ৩ ঘন্টা পর বিএসএফ প্রথম সাদা পতাকা উড়ায়। উভয় দেশের মধ্যে ফ্লাগ মিটিংয়ের প্রস্তুতি নেওয়া হইতেছে বলিয়া জানা যায়। তবে গত বুধবার দিবাগত রাতে বিডিআর-বিএসএফ সদস্যদের মধ্যে ব্যাপক গুলী বিনিময় হইয়াছে। গতকাল সকালে ও বিকালের পর হইতে প্রবল বর্ষণের মধ্যেও সংঘর্ষ অব্যাহত ছিল এবং বিএসএফ-এর গুলীতে আব্দুল কাদের নামক ১ জন বিডিআর জওয়ান নিহত হয়। ইহাছাড়া স্থানীয় এলাকাবাসী ধানক্ষেত হইতে আরও ১১ জন বিএসএফ সদস্যের লাশ উদ্ধার করে। গত বুধবার ও গতকাল বৃহস্পতিবার গুলী বিনিময়কালে এইসব বিএসএফ সদস্য নিহত হয়। ইহাছাড়া ভারতীয় ২টি জঙ্গী বিমান ও হেলিকপ্টার বাংলাদেশের আকাশ সীমা লংঘন করে। গত ২ দিনে রৌমারী সীমান্ত এলাকার হাজার হাজার মানুষ এলাকা ছাড়িয়া ভয়ে অন্যত্র চলিয়া যায়। সীমান্ত এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা এবং থমথমে অবস্থা বিরাজ করিতেছে আছে। গতরাতেও গুলী বিনিময় অব্যাহত ছিল। তবে উভয় দেশের উচ্চ পর্যায় হইতে উত্তেজনা প্রশমনের চেষ্টা চলিতেছে। ঢাকায় প্রাপ্ত বিভিন্ন সূত্রে এ তথ্য জানা যায়।

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে বিডিআর-বিএসএফ-এর মধ্যে সংঘর্ষের পর গতকাল উভয় দেশের পক্ষ হইতে উচ্চ পর্যায়ের যোগাযোগ হইয়াছে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র দপ্তর হইতে ভারতের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সহিত যোগাযোগ করা হইয়াছে। সূত্র মতে, উভয় দেশ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের বিষয়ে অগ্রসর হইতে চায়। তবে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে তীব্র উত্তেজনা ও সংঘর্ষের বিষয় নিয়া পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এক সংক্ষিপ্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়া আলোচনা হয়। পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুস সামাদ আজাদ সভায় সভাপতিত্ব করেন। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়া উভয় দেশের মধ্যে যোগাযোগ হইয়াছে। টেনশন কমানোর চেষ্টা চলিতেছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিবদমান সমস্যার সমাধান হইবে। এদিকে কুড়িগ্রামের রৌমারী সীমান্তে বিডিআর-বিএসএফ সদস্যদের মধ্যে গতকাল ব্যাপক গুলী বিনিময়ের পর রৌমারী সীমান্তের বড়াইবাড়ী ছিটমহল হইতে বিএসএফ সদস্যরা পিছু হটিয়া যাইতে বাধ্য হয়। তবে বাংলাদেশের রৌমারী সীমান্ত ও ভারতের আসামের মেঘালয় সীমান্তে বিডিআর ও বিএসএফ সদস্যরা অধিকতর শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে এবং উভয় গ্রুপের মধ্যে প্রচন্ড সংঘর্ষ হইয়াছে। সংঘর্ষের ফলে রৌমারী সীমান্ত এলাকার অন্ততঃ ১৫/২০টি গ্রামের হাজার হাজার নারী-পুরুষ এলাকা ছাড়িয়া অন্যত্র আশ্রয় নিয়াছে। কুড়িগ্রাম জেলা প্রশাসন সূত্রে বলা হইয়াছে অন্ততঃ ১০ সহস্রাধিক লোক ভয়ে এলাকা ত্যাগ করিয়াছে। গত বুধবার দিবাগত রাতে বিক্ষিপ্ত গুলী বিনিময়ের ঘটনা ঘটে। এদিকে সূত্র জানায়, সিলেটের তামাবিল সীমান্তের পাদুয়া গ্রামটি বিডিআর সদস্য কর্তৃক পুনর্দখল করার জের হিসাবে বিএসএফ রৌমারী সীমান্তে ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া হামলা করিলে সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে। নীলফামারীসহ অন্যান্য সীমান্তেও উত্তেজনা দেখা দিয়াছে।

ময়মনসিংহ (দক্ষিণ) হইতে সংবাদদাতা জানান, কুড়িগ্রাম সীমান্তে নিহত ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর ১৬ জনের মধ্যে ৫ জনের লাশ ময়না তদন্তের জন্য গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল মর্গে আনা হয়। কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত ময়না তদন্ত শুরু করা হয় নাই।

কুড়িগ্রাম হইতে আমাদের সংবাদদাতা তোফায়েল হোসেন জানান, রৌমারী সীমান্তে ধানক্ষেত হইতে বিএসএফ-এর আরও ১১টি লাশ উদ্ধার করা হইয়াছে। গ্রামবাসীরা এইসব লাশ উদ্ধার করিয়া বিডিআর-এর নিকট হস্তান্তর করিয়াছে। ধারণা করা হইতেছে, গতকাল সকালে বিডিআর-বিএসএফ-এর মধ্যে গুলী বিনিময়ের ঘটনায় কয়েকজন বিএসএফ সদস্য নিহত হয়। ইহাছাড়া বুধবারের সংঘর্ষের সময় আরও কয়েকজন বিএসএফ সদস্য নিহত হইতে পারে। গতকালের ১১ জন বিএসএফ সদস্যের লাশ উদ্ধারসহ এপর্যন্ত মোট বিএসএফ সদস্যের নিহতের সংখ্যা দাঁড়াইল ২৭ জন।

ইহাছাড়া বিডিআর-এর নিহতের সংখ্যা ৩ জন এবং আহতের সংখ্যা ৮ জনে দাঁড়াইয়াছে। আরও কিছু মৃতদেহ ধানক্ষেতে রহিয়াছে বলিয়া বিভিন্ন সূত্র হইতে জানা গিয়াছে। বিডিআর বিএসএফ-এর কিছু অস্ত্রশস্ত্র আটক করিয়াছে। গোলাগুলী অব্যাহত রহিয়াছে এবং ৩৫টি গ্রামের ২৫ হাজার লোক নিরাপদ আশ্রয়ে চলিয়া গিয়াছে। কুড়িগ্রামের নারায়ণপুর ইউনিয়ন ও বিরোধপূর্ণ বড়াইবাড়ীর উপর দিয়া ভারতীয় জঙ্গী বিমান ও হেলিকপ্টার ১১.২৩ মিঃ, ১১.৪০ মিঃ ও ১১.৪৩ মিঃ বাংলাদেশের আকাশসীমায় প্রবেশ করায় বিডিআর প্রতিবাদ জানাইয়াছে। রৌমারীর বিভিন্ন এলাকার মানুষ বাড়ী বাড়ী বাংকারে অবস্থান নিয়াছে। দুপুর দেড়টার দিকে বৃষ্টিতেও উভয়পক্ষের মধ্যে ভারী অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা গোলাগুলী বিনিময় হয়। উল্লেখিত সীমান্ত দিয়া ভারতীয় জঙ্গী বিমান ও হেলিকপ্টার উড়িয়া যাওয়ায় কুড়িগ্রামের সকল সীমান্তের লোকের মধ্যে আতংক দেখা দিয়াছে। অনেকেই ভয়ে বাড়ী ছাড়িতে শুরু করিয়াছে। জানা গিয়াছে, বিএসএফ-এর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হওয়ায় তাহারা সাদা পতাকা তুলিয়া সন্ধির প্রস্তাব দিয়াছে এবং পাশাপাশি গুলী বিনিময়ও করিতেছে। সরেজমিনে গিয়া দেখা গিয়াছে যে– মানুষ ভারতীয় আক্রমণের ভয়ে বাড়ী ছাড়িয়া পালাইতেছে।

রংপুর হইতে ওয়াদুদ আলী জানান, কুড়িগ্রামের রৌমারী সীমান্তে ভারতীয় বিএসএফ সদস্যরা গতকাল বৃহস্পতিবার বিকাল হইতে শক্তিশালী ফ্রিন্স মর্টার ব্যবহার শুরু করিয়াছে। গতকাল রাত ৮টায় এই রিপোর্ট লেখার সময় পর্যন্ত বিডিআর জওয়ানরা ইহার পাল্টা জবাব দিতেছিল। এদিকে গতকাল দুপুরের দিকে ভারতীয় একটি হেলিকপ্টার বড়াইবাড়ী সীমান্তের কাছাকাছি বেশ কয়েকবার চক্কর দিয়া চলিয়া যায়। ইহার ফলে পরিস্থিতির অবনতি ঘটার আশংকা করিয়াছে এলাকাবাসী। যে কোন পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিডিআরকে সতর্ক রাখা হইয়াছে। রংপুর অঞ্চলের সেক্টর কমান্ডার কর্নেল ফেরদৌস গতকাল বিভিন্ন সীমান্ত পরিদর্শন করিয়া প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়াছেন বলিয়া সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গিয়াছে।

রমনা বটমূলে বোমা হামলার নিন্দায় ৩১ জন আলেম

বাসস ॥ জাতীয় ওলামা পরিষদের ৩১ জন আলেম গতকাল বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে রমনা বটমূলে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে স্বাধীনতা বিরোধী ও একটি বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থার দালালদের বর্বরোচিত বোমা হামলার তীব্র নিন্দা এবং ইসলাম ও মানবতা বিরোধী এই হামলায় নিহত ও আহতদের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেন। তাহারা এই হামলার সহিত জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করেন।

বিবৃতিতে আলেমগণ বলেন, পবিত্র ইসলামের নামে মুখোশধারী স্বাধীনতা বিরোধী এই অশুভ চক্রটি আফগানিস্তানের মত বাংলাদেশেও নৈরাজ্য সৃষ্টির ষড়যন্ত্র করিয়া চলিয়াছে। তাহারা মসজিদে পুলিশ হত্যা করিয়াছে, বোমা মারিয়া গুলী করিয়া নিরীহ নাগরিকদের হত্যা করিয়াছে। তাহাদের সর্বশেষ হামলার শিকার হইয়া রমনা বটমূলে ৯ জন নিহত ও আহত হইয়াছে অনেকে। বিবৃতিতে তাহারা বলেন, ইসলাম সন্ত্রাস সমর্থন করে না। সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে পবিত্র ইসলামে কঠোর শাস্তি বিধান রহিয়াছে। সুতরাং দেশের দলমত নির্বিশেষে সকল স্তরের ওলামা-মাশায়েখকে পবিত্র ধর্মের নামে যাহারা সন্ত্রাস করিতেছে তাহাদের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইতে হইবে। বিবৃতিদানকারী ওলামা-মাশায়েখদের মধ্যে রহিয়াছেন জাতীয় ওলামা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মওলানা রুহুল আমীন খান, সাধারণ সম্পাদক মওলানা ওয়াহিদুজ্জামান, মওলানা লুৎফর রহমান, মওলানা সানা উল্লাহ, মওলানা আমির হোসেন, মওলানা আবু সুফিয়ান, মওলানা রুহুল আমীন সিরাজী, মওলানা আব্দুল জলিল, মওলানা শহিদুল্লাহ, মওলানা আব্দুল আলী, মওলানা জুলফিকার আলী, মওলানা আব্দুর রহিম প্রমুখ।

আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে উভয় পক্ষ সম্মত

পররাষ্ট্র সচিব

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ কুড়িগ্রামের রৌমারী সীমান্তে এবং তামাবিলের পাদুয়া এলাকায় গত চারদিনের উত্তেজনা, সংঘর্ষ, হতাহতের পর বাংলাদেশ ও ভারত উভয় পক্ষ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিবদমান সমস্যা সমাধানের সিদ্ধান্ত নিয়াছে। পররাষ্ট্র সচিব সৈয়দ মোয়াজ্জম আলী গতকাল দুপুরে সাংবাদিকদের একথা বলেন। তিনি বলেন, রৌমারী সীমান্ত ও পাদুয়ার ক্ষেত্রে স্থিতাবস্থা বজায় রাখিতে সম্মত হইয়াছে এবং আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানেও সম্মত হইয়াছে। পররাষ্ট্র সচিব বলেন, বিডিআর প্রধান ও বিএসএফ প্রধানের সহিত টেলিফোনে যোগাযোগ হইয়াছে। তাহারা তাহাদের সীমান্তে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের গুলী বিনিময় বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দিয়াছে।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, রৌমারী সীমান্তে সকালেও গুলী বিনিময় হইয়াছে। তিনি যেকোন সময়ে ফ্লাগ মিটিংয়ের সম্ভাবনার কথা বলেন। তিনি বলেন, সমঝোতা অনুযায়ী বিএসএফ সদস্যদের লাশ ও ২ জন আহত বিএসএফ সদস্যকে হস্তান্তর করা হইবে। তিনি বলেন, আমরা আশাবাদী উভয় দেশের মধ্যে দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক জোরদার হইবে এবং আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে দুই দেশের মধ্যে আলোচনা শুরু হইবে। তিনি বলেন, আশা করা হইতেছে ভবিষ্যতে আর এই ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিবে না।

সোনালী ব্যাংকের ৯টি কাষ্টমস শাখা শুক্র ও শনিবার খোলা থাকিবে

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ হরতালের কারণে আজ শুক্রবার ও আগামীকাল শনিবার এবং আগামী সপ্তাহের শুক্র ও শনিবার সোনালী ব্যাংকের কাষ্টমস সংশ্লিষ্ট ৯টি শাখা খোলা থাকিবে। শাখাগুলি হইল সোনালী ব্যাংক খুলনা, চট্টগ্রাম ও ঢাকা কাস্টমস হাউস শাখা, খুলনার মংলা বন্দর শাখা, যশোরের বেনাপোল শাখা, দিনাজপুরের হিলি শাখা, রাজশাহীর সোনা মসজিদ শাখা, কুড়িগ্রামের বুড়িমারি শাখা এবং ঢাকার কমলাপুর আইসিডি কমপ্লেক্স শাখা। রফতানী কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্যই এই শাখাগুলি খোলা রাখা হইতেছে বলিয়া সোনালী ব্যাংকসূত্রে জানা গিয়াছে।